<u>স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ডের বিষয় তথ্য</u>

আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান কী?

আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করা হল উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ তরঙ্গ (যা মানুষকানে শুনতে পারে না) পাঠিয়ে ছবিতে পরিণত করা, সেগুলি সংরক্ষণ করা ও বিশ্লেষণ করার কৌশল। এই পদ্ধতিতে এই শব্দ তরঙ্গ শরীরের নির্দিষ্ট টিস্যু বা কোষগুচ্ছের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এই শব্দ তরঙ্গগুলি ভ্রূণের মধ্যে পাঠালে, প্রতিধ্বনি তৈরি হয় এবং আল্ট্রাসাউন্ড মেশিনের পর্দায় প্রতিধ্বনিগুলি ছবিতে রূপান্তরিত হয়।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড কি?

এটি একজন মহিলার অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গের (জরায়ু এবং তার উপাঙ্গঅর্থাৎ ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং ডিম্বাশয়ের) একটি আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা।

এই পরীক্ষা কীভাবে করা হয়?

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড তিন ভাবে করা যেতে পারে:

১) ট্রান্স-ভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড: এটি হল মহিলাদের প্রজনন অঙ্গগুলির একটি অভ্যন্তরীণ স্ক্যান। গর্ভ বতী মহিলার মূত্রাশয় খালি করার পরে তাঁর যোনিতে একটি পিচ্ছিল ট্রান্সডিউসার ঢু কিয়ে এই পরীক্ষা করা হয়। মহিলাদের বেশিরভাগ প্রজনন অঙ্গগুলির পরীক্ষার জন্য এটি সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি।
২) ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড: এই স্ক্যানের আগে ১-২ ঘন্টা আগে যথেষ্ট জল পান করার পরে পেটের উপরে একটি প্রোব ধরে রেখে এই পরীক্ষা করা হয়, বিশেষত সেই মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন কুমারী রোগী, অথবা যেখানে যোনি খুব সরু এবং যৌন সঙ্গম করা, ট্যাম্পন ব্যবহার করা বা পেলভিক পরীক্ষা করা কঠিন ও বেদনাদায়ক হয়; অথবা ডিম্বাশয়ে বড় পুঁজকোষ পরীক্ষার ক্ষেত্রে; অথবা যেখানে স্ক্যানের জন্য মহিলার যোনিতে বা মলদ্বারে প্রোব ঢু কিয়ে ঠিকমত পরীক্ষা করা যায় না।
৩) ট্রান্সরেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড: মূত্রাশয় খালি করার পরে, একটি ব্যবহার করার পর ফেলে দেওয়া যায় এমন গ্লাভ পরে মলদ্বারে একটি প্রোব ঢু কিয়ে এই পরীক্ষা করা হয়। এই আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গের ভাল ভাবে মূল্যায়ন করা যায়। এই পরীক্ষাটি ট্রান্সভ্যাজাইনাল পদ্ধতিরএকটি বিকল্প বিশেষত সেই মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁরা কুমারী রোগী, অথবা যাঁদের যোনি খুব সরু এবং যৌন সঙ্গম করা, ট্যাম্পন ব্যবহার করা বা পেলভিক পরীক্ষা করা কঠিন ও বেদনাদায়ক হয়।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড কখন করা যায়? এই পরীক্ষা কি বেদনাদায়ক হয়?

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা, বিশেষ করে ট্রান্স-ভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড, মাসিক চক্র বা মেনোপজ অর্থাৎ মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে গেলেও যে কোনো সময়ে করা যেতে পারে। কখনও কখনও এই পরীক্ষাটি মাসিক চক্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ে করা হয়।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান সাধারণত ব্যথাহীন হয়। বেশির ভাগ সময় এটি সামান্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে কিন্তু এই পরীক্ষার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং রোগীর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না।

ট্রান্স-ভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান কিসের জন্য করা হয়?

এই পরীক্ষাটি অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, যেমন মহিলাদের অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গের শারীরবৃত্তীয় বা কার্যকরী প্যাথলজিকাল অবস্থা শনাক্ত করা, অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গে ক্যান্সারের ঝুঁকির উপস্থিতি যাচাই করা, চিকিৎসা বা শল্যচিকিৎসা করাচ্ছেন এমন রোগীদের পরামর্শ দেওয়া, যৌনাঙ্গের রোগের চিকিৎসার কারণে যৌনাঙ্গ ও শ্রোণীর গঠনের সম্ভাব্য পরিবর্ত ন শনাক্ত করা।

এই পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা কী?

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ডের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে: (১) প্রায় ১০% আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় এন্ডোমেট্রিয়াম- যা হল জরায়ুর ভেতরের আস্তরণের স্তর - দেখা যায় না। (২) মেনোপজ-পরবর্তী সময়ে, যখন রজঃস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং মহিলারা আর গর্ভ ধারণ করতে পারে না, ডিম্বাশয় দেখা সম্ভব হয় না। (৩) সবচেয়ে ভাল স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ডও ১০০% সঠিক হয় না কারণ এন্ডোমেট্রিয়াম এবং ডিম্বাশয়ের সুস্পষ্ট ছবি না ও পাওয়া যেতে পারে যেমন স্থূল রোগীদের ক্ষেত্রে, জরায়ুর বেঠিক অবস্থান, অনিয়মিত খাওয়ার জন্য পেট ফাঁপা অথবা জরায়ু বা তার আশেপাশে ক্যান্সারবিহীন বৃদ্ধি হয়ে থাকলে।

যদিও ট্রান্সভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড বিনাইন টিউমার (যা শুধু এক জায়গাতে বৃদ্ধি পেয়ে সেখানেই বসে থাকে), এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের (যা বড় হয়ে শরীরের কোনও অংশে জমা হয়ে সেই অংশের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায় ও অন্য অংশেও নতুন কোনো টিউমার তৈরি করে) মধ্যে তফাত সঠিক ভাবে নির্ণয় করে, যে নারীঅঙ্গে ক্যান্সার ধরার বিষয়ে এই আল্ট্রাসাউন্ডের কার্যকারিতার বিষয়ে এখনও কোনও অকাট্য বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই।

সাধারণ মহিলাদের জন্য সুপারিশ করার পরিবর্তে, যে মহিলাদের বংশগত স্তন এবং নন-পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ইতিহাস আছে, তাঁদের ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের জন্য পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, বিশেষত যাঁদের প্রফিল্যাকটিক অস্ত্রোপচারে ক্ষতি হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। প্রফিল্যাকটিক অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্য হল এমন একটি অঙ্গ বা গ্রন্থিতে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমানো বা প্রতিরোধ করা যেখানে ক্যান্সার হওয়ার খুব ঝুঁকি আছে কিন্তু এখনও হয় নি।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানের পরে আরও অন্য পরীক্ষার কি প্রয়োজন হতে পারে?

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানের পরে ডাক্তার একটি ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা দিয়ে তাঁর চিকিৎসা শেষ করতে পারেন। ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা (গর্ভাবস্থার ২০ তম সপ্তাহের কাছাকাছি) নিশ্চিত করে যে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে, প্লাসেন্টা স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত রয়েছে এবং ভ্রূণের হৃদস্পন্দন ও তার নড়াচড়া দেখা যায়। কখনও কখনও মাসিক চক্রের অন্য একটি পর্বে বা পরের দিনে এই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়, যাতে তা কোনো শনাক্ত করা ক্ষতের ক্রমোন্নতি মূল্যায়ন করা যায় বা অন্যান্য সিটি স্ক্যান, এমআরআই, পেট (PET) পরীক্ষার ফলাফলগুলির সাথে তুলনা করা যায়। এছাড়া টিউমার মার্কার অ্যাসেস, হরমোনের ভারসাম্যহীনতার পরীক্ষা, বিভিন্ন রোগ থেকে শরীরে ফোলার কারণ শনাক্ত করতে রক্ত পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করার জন্যও ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করানোর জন্য গর্ভবতী মহিলার সজ্ঞান সম্মতি

আমি (গর্ভবতী মহিলার নাম, পদবি) ____ এতদ্বারা লিখিত ভাবে জানাচ্ছি যে:

- আমাকে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান সম্পর্কে সঠিকভাবে জানানো হয়েছে। আমাকে দেওয়া তথ্যের সব বিষয়বস্তু আমি বুঝতে পেরেছি।
- আমি একজন ডাক্তারের সাথে এই স্ক্যান সম্পর্কে আমার সংশয়গুলি আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি এবং তিনি আমার সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন।
- আমি ভাল ভাবেই জানি যে এই স্ক্যান করানো বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু আমাকে এই স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আমি এই পরীক্ষাটি করাতে চাই কারণ আমার ভ্রূণের কোনও অসঙ্গতি থাকলে তা এই স্ক্যানে ধরা পড়বে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষা করানো যাবে।

তারিখ ***গর্ভবতী মহিলার স্বাক্ষর***